হাসপাতালে করোনা রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাও পাচ্ছেন না: রিজভী

হাসপাতালগুলোতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাসেবাও পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে কোনো বেড পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চিকিৎসার জন্য মানুষ হাহাকার করছে। মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলেও ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না। যদি করোনা পজিটিভ হয় কোথায় চিকিৎসা নেবে তারা? হাসপাতালে বেড নাই, কোনো চিকিৎসা নাই-কিচ্ছু নাই। সরকার ফ্লাইওভার করেছে কিন্তু একটা হাসপাতালেও নির্মাণ করে নি। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম দরকার সেটা দেয় নি।

রিজভী বলেন, সরকার উন্নয়ন দেখাচ্ছে। এসব করে আপনার নেতাকর্মীদের পকেট ফুলতে ফুলতে্ একেবারে বেলুনের মত করে দিয়েছেন।মানে টাকা এত বেশি পকেটে ঢুকেছে-বেলুনের মত। মানুষ যেখানে বাঁচবে, জনগন যেখানে বাঁচবে।তাদের রোগে-শোকে ভোগলেও ন্যুনতম একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকার করেনি। করোনায় আক্রান্ত হলে অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। সেই অক্সিজেন সিলিন্ডার বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন মাস্ক যেটা দরকার সেটা ৮০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন লাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে মেশিনটি দরকার সেটা ৬৯ শতাংশ হাসপাতালে নেই। এভাবে দেশের মানুষ নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছে।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে(এডিপি) স্বাস্থ্যখাতে কম বরাদ্দ দেয়ায় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন রিজভী।

রাজধানীর উত্তরার ৪৭ নং ওয়ার্ডে মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এম কফিলউদ্দিনের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদসামগ্রী উপহার বিতরণের এই অনুষ্ঠান হয়। এ সময়ে মহানগর উত্তরের

নেতা আহসানউল্লাহ হাসান, এবিএমএ রাজ্জাক, মোতালেব হোসেন রতন, মমতাজ উদ্দিন, এফ ইসলাম চন্দন, সফুরউদ্দিন মৃধা, সাইফুল ইসলাম সরুজ, তাজুল ইসলাম, মো. মুনির, জাহিদ মাস্টার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর পূর্ব ছাত্র দলের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এ সময়ে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণসহ মহানগর পূর্বের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর দুপুরে মগবাজারে মীরবাগে ফিউচার অব বাংলাদেশের উদ্যোগে দুস্থ মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এই সময়ে শওকত আজিজ, জামাল হোসেন টুয়েল, রেজাউল হোসেন অনিক উপস্থিত ছিলেন।

রিজভী বলেন, আমরা যদি বলি সরকারি হিসাব ২৮ হাজারের বেশি করোনায় আক্রান্ত এদেশের মানুষ এবং ৪শ’ দুই মারা গেছেন। এটা হচ্ছে সরকারি হিসাব। আর যারা মেডিকেল গবেষণা করে, বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন, সরকার যে হিসাব দিচ্ছে তার থেকে ১০ গুন থেকে ৪০ গুন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন।

সরকার অনেক পরিসংখ্যান গুম করছেন, প্রকাশ হতে দিচ্ছেন না। এটা আমার কথা নয়, যারা এসব নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের কথা। তাহলে সরকার কি করেছে? যুগান্তর

একদিনে করোনায় সর্বোচ্চ ২৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৬৯৪

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একদিনে আরও ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৩২ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৬৯৪ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৩০ হাজার ২০৫।

এ ছাড়া নতুন করে ৫৮৮ জনসহ মোট ৬ হাজার ১৯০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

শুক্রবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ঘূর্ণিঝড় আম্পান: আশ্রয়কেন্দ্রে সাড়ে ১৩ লাখ মানুষ

কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতে থাকায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে।

জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রের উপসচিব কাজী তাসমীন আরা আজমিরী জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত উপকূলীয় জেলাগুলোর ১৩ লাখ ৬৪ হাজার মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে। এই কাজ অব্যাহত রয়েছে।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার যাদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হয়েছিল রাতে ঝড় আসেনি বলে তাদের অনেকে বাড়ি চলে যায়।

আবার তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনা হচ্ছে। বুধবার সকাল ৯টায় আবহওয়ার বিশেষ বুলেটিনে বলা হয়, ঘূর্ণিঝড় আম্পান এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ উপকূলের ৩৫০ কিলোমিটারের মধ্যে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করতেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ্য।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নুমুনা পাঠাই পরিক্ষার জন্য। সে পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করেনা জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ২২ এপ্রিল প্রথম যখন আমার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনোবল শক্ত করে ডাক্তারি পর্রামর্শ মত একা একা হোম কোয়ারিন্টিনে থাকতাম। নিয়মিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া ও ভিটামিন যুক্ত খাবার খেতাম। সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন থাকতাম। আমার কাছ থেকে যাতে অন্য কোথাও ভাইরাসটি না ছড়িয়ে পরে সেজন্য মুখে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোবস সবসময় ব্যবহার করতাম।

আমার স্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি আমাকে সাহস দিত। হোম কোয়ারিন্টিনে থাকা অবস্থায় সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা আমি পেয়েছি। তারা নিয়মিত আমার খোজ খবর রাখতো। আল্লাহর রহমতে খুব অল্পদিনেই আমি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছি।

অপর একজন হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের রাশেদুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় পলি ফার্মেসীতে ডা. অলোক কুমার এর সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। গত ৩০ এপ্রিল রাশেদুল ইসলামের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে। এর পর থেকেই তিনি বাড়িবাঁকা নিজ বাড়িতে ঘরোয়া চিকিৎসাতেই মাত্র ১৪ দিনেই জয় করে করোনা ভাইরাসকে।

গত ১৪ মে রাশেদুল ইসলামের নমুনা পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুনরায় পরিক্ষা করা হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ হয়। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রাশেদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমার করোনা পজিটিভ হওয়ার পর নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারিন্টিনে ছিলাম। ভেঙে না পড়ে আত্মবিশ্বাস রেখে শরীরের প্রতি যত্ন নিতাম। নিয়মিত ব্যায়াম করতাম, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতাম, ভিামিন যুক্ত খাবার খেতাম, ডাক্তারের পরামর্শমত শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খেতাম।

জেলা সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দিন বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিাস্থতি বেশ ভালো। এ পর্যন্ত মোট ৭ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত করেছি। এদের ভিতর মৃত এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয় এবং মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরে দুইজন করোনা পজিটিভ রোগী সুস্থ্য হয়েছে।

আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাদের নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে যারা সুস্থ্য হয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা হয়েছে। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্যতার ছাড়পত্র দিয়েছি।

তামাকজাত দ্রব্যের সুর্নিদিষ্ট কর কাঠামোর দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে এই অনলাইন মানববন্ধন শুরু হয়। সারাদেশের শতাধিক তামাক নিয়ন্ত্রণে র্কাযরত সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই মানববন্ধনে ‘তামাকজাত দ্রব্যের

উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী’ জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)’র ও এইড ফাউন্ডেশন উদ্দ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই অনলাইন মানববন্ধনে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সিয়াম, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মৌমাছি, সাফ, কেএনকেএস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পাস), সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি, গাংনী থিয়েটারসহ সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহন করেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহনকারীরা একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের জন্য “কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই” “তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর, জীবন বাচাঁবে বাড়াবে রাজস্ব”- “জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই”- এসকল শ্লোগান লেখা লিফলেট হাতে নিয়ে নিজ অবস্থান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবী পোস্ট করেন।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সারাদেশের সকল কাজের স্থবিরতার মধ্যেও আগামী অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। তামাক বিরোধী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি করতে এই অনলাইন মানববন্ধন।
এনবিআর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থে তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে।

তামাক জাত দ্রব্যের ওপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত হবে। সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরে চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হবে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবী করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হোক। বাংলাদেশ তামাক

বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশনসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক নেতৃবৃন্দ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মেহেরপুরে ২০ মে হিমসাগর, ৩১ মে ল্যাংড়া আম বাজারজাত শুরু

মেহেরপুরের হিমসাগর জাতের আম ২৫ মে থেকে এবং ল্যাংড়া জাতের আম বাজারজাত শুরু হবে ৩১ মে থেকে।
বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন, কৃষি অধিপ্তর ও আম চাষীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া আগামি ১৫মে থেকে দেশি আর্টি ও বোম্বাই জাতের আম বাজার জাত শুরু হবে।
একই সাথে আমে ক্ষতিকর কার্বাইড ও ফরমালিন না মেশানের জন্য আম চাষী ও ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান জেলা প্রশাসক। আম চাষী ও ব্যবসায়ীরা মেহেরপুরের আমেক্ষতিকর কেমিক্যাল মেশানো হয়না বলে আশ্বস্ত করেন।
জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, আম চাষী আলাউদ্দিন, শাহিনুর রহমান ।
মতবিনিময় সভায় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলমসহ গণমাধ্যমকর্মী ও আমচাষী ও ব্যবসায়ীরা অংশ গ্রহণ করেন।

‘করোনার ওষুধটি আফ্রিকায়

আবিষ্কৃত বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ’

প্রাণঘাতী করানাভাইরাসের বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের প্রকোপে অসহায় হয়ে পড়েছে আধু্নিক বিশ্ব। কেননা, এখনও পর্যন্ত এর পরিত্রাণ পাওয়ার কোনও সফল প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ফলে বিশ্বব্যাপী প্রতি মুহূর্তে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি।

এরই মধ্যেই আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার একটি হার্বাল ওষুধ আবিষ্কার করেছে। যেটার নাম কোভিড অর্গানিকস। দেশটির রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনার দাবি, এই হার্বাল সেবনে মাত্র ১০ দিনে করোনাভাইরাস থেকে সেরে ওঠা যায়।

ওষুধটি আফ্রিকা মহাদেশে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে যায়। মহাদেশটির বিভিন্ন দেশ মিলিয়ন বোতল কিনতে শুরু করে। অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় কেনার। কিন্তু বাঁধ সাধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। জাতিসংঘের বিশেষায়িত এই সংস্থা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন এই হার্বাল ওষুধ ক্রয় ও সেবনে সতকর্তা জারি করে। আর মাদাগাস্কারকে বলে এই ওষুধ যে সত্যি সত্যিই করোনার বিরুদ্ধে কাজ করে সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে।
সোমবার মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রপতি ক্ষোভের সুরে বলেছেন, এটা আফ্রিকার ওষুধ বলেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সন্দেহ। ইউরোপের হলে তারা এমনটা করত না।

সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স২৪ কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘এটা যদি ইউরোপের কোনও দেশ আবিষ্কার করত, তাহলে কি এটা নিয়ে এত সন্দেহ থাকত? সমস্যা হল এটা আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা এটা মানতে পারছে না যে পৃথিবীর অন্যতম গরীব দেশ মাদাগাস্কার বিশ্বকে রক্ষা করতে এই ফর্মুলাটি আবিষ্কার করেছে।’

‘করোনাভাইরাস রুখতে ও সারাতে কোভিড অর্গানিকস কার্যকর। আমরা করোনা আক্রান্তদের এটা সেবন করিয়ে ফল পেয়েছি। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে এটা সেবন করানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এই হার্বাল ওষুধ সেবন করে কেউ কেউ ৭ দিনে ও কেউ কেউ ১০ দিনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি এবং এটার

কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রীয়া নেই,’ যোগ করেন তিনি।

কোভিড অর্গানিকসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মাদাগাস্কার গেল বৃহস্পতিবার যোগাযোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। দুটি দেশ মিলে এটা যে করোনার বিরুদ্ধে কার্যকর সেটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বের করবে। তথ্যসূত্র: ফ্রান্স২৪, আনাদোলু এজেন্সি

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

এবার এক এমপি করোনায় আক্রান্ত

করোনাভাইরাসে আক্রান্তের তালিকায় এবার জনপ্রতিনিধি যুক্ত হলেন। দেশের উত্তরবঙ্গের একজন সংসদ সদস্যের করোনা পজটিভ এসেছে। তিনি গত মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) নিজ নির্বাচনী এলাকা থেকে ঢাকায় আসেন। এরপর ন্যাম ভবনের বাসায় ওঠেন। ৪ নং ন্যাম ভবনে থাকা ওই সংসদ সদস্য দশম সংসদের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

এলাকা থেকে আসার পর শরীরে জ্বর দেখা দিলে আইইডিসিআর থেকে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। শুক্রবার (০১ মে) বিকেল ৫টায় আইইডিসিআর থেকে রিপোর্ট পাঠানো হয়। তাকে জানানো হয়েছে তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে।

এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো সংসদ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হলেন। গণমাধ্যমের সঙ্গে ওই সংসদ সদস্যের কথা হয়েছে। তার সামাজিক মর্যাদার কারণে নাম প্রকাশ করা যাচ্ছে না।

তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, এলাকার মানুষ জানতে পারলে আতঙ্কে থাকবে। আমার জন্য দোয়া করবেন।

এ দিকে সংসদ সচিবালয় থেকে ন্যাম ভবনের ওই ভবন লকডাউন করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। সংসদ সচিবালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে গণমাধ্যমকে বলেন, আজ শুক্রবার স্যারের করোনা পজেটিভ এসেছে। ভবনটি লকডাউন করা হতে পারে।

এ বিষয়ে সংসদের চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. আরিফুল হক গণমাধ্যমকে

বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই।

সূত্র: এমপি নিউজ.কম

দেশে ২৪ ঘন্টায় ২জন সহ মোট মৃত্যু ১৭০

করোনাভাইরাসের মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭০ জনে। মৃতদের একজন পুরুষ এবং অপরজন নারী। একজন ঢাকার এবং আরেকজন ঢাকার বাইরের।

আজ শুক্রবার (১ মে) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে এসব তথ্য জানান।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। পরে ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে ২৪ ঘন্টায় নতুন ৫৭১ জন সহ মোট আক্রান্ত ৮২৩৮

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫৭১ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৮,২৩৮।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন

উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫,৫৭৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য অনলাইন বুলেটিনে আহবান জানানো হয়।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, রমজানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৫৬৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৭,৬৬৭ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৫ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৬৮। আর একই সময়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬০ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।